OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 285 - 290
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

অন্তবর্তী তদন্তের পরে : উপন্যাসে থ্রিলার ভাবনা

কেয়া দাস
অতিথি অধ্যাপক
বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা ত্রিপুরা
Email ID: dkeya336@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Thriller thoughts, mystery, thrill, oak tree, romantic love, letter writing, excitement, asylum.

Abstract
One of the most popular poets of the modern era is Raudra Goswami. He is currently a very famous writer in the world of writing. Raudra Goswami's poems are like Nitol. The touch of clear stylistic expression is evident. The language in his poems is simple but heartwarming. A combination of deep feelings is found in the poems. The special aspect of love, separation and loneliness is the light of poetry, especially he is writing on the topics of romanticism, love, deep feelings, sensitivity, humanity, feeling, etc. Raudra Goswami always likes to bring the very best to the fore. He used to read and love poetry from a very young age and he liked to call poetry a feeling. Just as he liked to write poetry, he also started creating a world in novels. After his popular novel, Inclusion of Danta, the poet himself said that what cannot be said in poetry, he said in novels. A novel that gives a glimpse of new horizons becomes a thriller in its thinking. Thriller novels are a type of story-based novel where mystery, fear, excitement, unknown events and tension play a major role. The main goal of a thriller novel is to keep the reader in an atmosphere of invisible fear, restless curiosity and intense attraction to the next event from the beginning to the end. The atmosphere of mystery is maintained from the beginning to the end of the story. It always keeps the reader uneasy, creating a fog about what is going to happen. The story moves faster than a normal novel. The plot changes suddenly, which surprises the reader. Thriller novels often contain murder, crime, mysterious conspiracies or secret plots. There is a force, person or group in the story around which fear and tension are created. The main character is usually intelligent, brave and able to handle difficult situations.

Discussion

আধুনিক যুগের অন্যতম জনপ্রিয় কবি রৌদ্র গোস্বামী। তিনি বর্তমান সময়ে একজন অত্যন্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক হিসেবে লেখালেখির জগতে বিরাজমান রৌদ্র গোস্বামীর কবিতা যেমন নিটোল। সুস্পষ্ট শৈলীপ অভিব্যক্তির ছোঁয়া প্রতীয়মান। তার কবিতায় ভাষা সরল কিন্তু হৃদয়স্পর্শী। গভীর অনুভূতির সমাহার মেলে কবিতার মধ্যে। প্রেম বিরহ ও একাকিত্বের

আলোকচচ্ছপ কবিতার বিশেষ দিক, বিশেষ করে তিনি রোমান্টিকতা প্রেম গভীর অনুভূতি অনুভবময়তা মানবতা বোধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখালেখি করে চলছেন। রৌদ্র গোস্বামী বরাবরি খুব ভালোটাকে সামনে আনতে পছন্দ করে। তিনি খুব ছোটবেলা থেকে কবিতা পড়তেন ও ভালোবাসতেন এবং তিনি কবিতাকে বোধ বলতে পছন্দ করতেন। যেমন ভাবে তিনি কবিতা লিখতে পছন্দ করেন তার সাথে তিনি উপন্যাসেও এক জগত তৈরি করতে শুরু করেন। তার লেখা একটি জনপ্রিয় উপন্যাস অন্তর্ভুক্তি দন্তের পরে কবি নিজে বলেছেন কবিতায় যা বলা যায় না সেই কথাই তিনি উপন্যাসে বলেছেন। যে উপন্যাসের নতুন দিগন্তের হাতছানি পাওয়া যায় সে উপন্যাস হয়ে ওঠে থ্রিলার ভাবনায়।

থ্রিলার উপন্যাস হল এমন ধরনের কাহিনি-নির্ভর উপন্যাস যেখানে রহস্য, ভয়, উত্তেজনা, অজানা ঘটনা ও টানটান উত্তেজনা প্রধান ভূমিকা পালন করে। পাঠককে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত এক অদৃশ্য ভয়ের আবহে, অস্থির কৌতূহলে ও পরবর্তী ঘটনার প্রতি তীব্র আকর্ষণে ধরে রাখাই থ্রিলার উপন্যাসের মূল লক্ষ্য। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহস্যের আবহ বজায় থাকে। পাঠককে সবসময় অস্থির করে রাখে, কী ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করে। সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় কাহিনি দ্রুত এগোয়। হঠাৎ হঠাৎ কাহিনির বাঁক পরিবর্তন হয়, যা পাঠককে চমকে দেয়। থ্রিলার উপন্যাসে প্রায়শই হত্যা, অপরাধ, রহস্যময় ষড়যন্ত্র বা গোপন চক্রান্ত থাকে। গল্পে এমন একটি শক্তি, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থাকে যাকে কেন্দ্র করে ভয় ও উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রধান চরিত্র সাধারণত বুদ্ধিমান, সাহসী এবং কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম। শুধু বাইরের বিপদ নয়, ভেতরকার মানসিক দ্বন্দ্বও পাঠকের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে। বারবার বিপদের আবির্ভাব ঘটে, যা পাঠককে দম নিতে দেয় না। সমাপ্তি প্রায়শই অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ হয়। অনেক থ্রিলারে তদন্ত, গোয়েন্দাগিরি ও প্রমাণ অনুসন্ধান প্রধান বিষয়। কোথাও কোথাও অন্ধকার, ভয়, অজানা শক্তির উপস্থিতি অনুভব করা যায়। পাঠক নিজেই মনে মনে ঘটনার সমাধান খুঁজতে থাকে। ভাষা সংক্ষিপ্ত, দ্রুত, সাসপেন্সধর্মী এবং টানটান উত্তেজনাময়। অন্ধকার, রাত, নির্জনতা, রহস্যময় স্থান ইত্যাদি পরিবেশ ব্যবহার করা হয়। গল্পের মাঝপথে বারবার নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ করা হয়। আধুনিক থ্রিলারে উন্নত প্রযুক্তি, অস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক উপাদান থাকে। নায়ক/ নায়িকা প্রায়শই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য হয়। গল্পে এমন কিছু তথ্য থাকে যা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। প্রতিটি অধ্যায়ে নতুন উত্তেজনা তৈরি হয়, যেন পাঠক বই নামাতে না পারে।

(১)

রৌদ্র গোস্বামী জন্ম কলকাতার সংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। ১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তরুণ বয়সের তার কবিতার প্রতি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় মিলে। কবিতাগুলোতে যেন প্রাণ এর টান অনুভব করা যায়। মানুষের ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি সম্পর্কে টানাপোড়নের প্রেমের ধাক্কা সময়ের চক্রবৎ গতি এইসব নিয়েই তার অধিকাংশ কবিতা ও গদ্য। রৌদ্র গোস্বামীর লেখা থেকে নিলিপ্ত বেদনার অনুভূতি ও নান্দনিকতার গভীর তত্ত্ব পাওয়া যায়। নির্জনতা নস্টালজিয়া আত্মদর্শন প্রেম ও পরাজয় এই নিয়েই তিনি সাহিত্য রচনার পথে অগ্রসর হয়েছেন। কোভিদ কবিতা ও গদ্য ফুটে উঠে সাধারণ মানুষের ভাবনা প্রেম ও অতি মূল্যবান বিষয়গুলো রৌদ্র গোস্বামী লেখাগুলিতে হৃদয়ের অন্তবর্তী মেঘগুলো যেন অচিরেই নিজের জায়গা খুঁজে পেতে পারে। রৌদ্র গোস্বামীর লেখায় পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের প্রভাব ব্যাপক পরিলক্ষিত হয়। মার্কেজ, পাবলো, নেরুদা, হারুকি, মরাকামি প্রমুখ ব্যক্তিদের লেখার ধরন ও তাদের অনুপ্রেরণাও রয়েছে তার লেখায়। রৌদ্র গোস্বামী যেমন কবিতার জন্য কবিতাকে ধরে রেখেছেন। তেমনি নিজে হৃদয়ের ভাবনা সমস্ত মাধুরী উজার করে দিতে গদ্য লেখাতে মনোনিবেশ করেছেন। কবি যেভাবে কবিতার বুকে মাথা রেখে স্বর্গ দেখেছেন তেমনি গদ্য রচনা যেন তিনি অপার্থিব জগতের এর নতুন রূপ তুলে ধরতে চান। রৌদ্র গোস্বামীর লেখার অন্তর্বর্তী তদন্তের পরে উপন্যাসটি প্রচুর পরিমানে নতুন তথ্য রয়েছে যেগুলো সাহিত্যের সম্পদ রূপে বিবেচিত উপন্যাসের মধ্যে যে ভাবনার প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন তাতে দেখা যায় – রহস্য রোমাঞ্চের এক নিবিড় সম্পর্ক যা উপন্যাসের প্রত্যেকটি স্থানে সাসপেন্স তৈরি করছে। প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের এক ও কথিত চিত্র যা বর্ণনায় ব্যক্ত করা সম্ভব হয় সেই রকম অনুভূতি মেশানো ভাবনা উপন্যাসের পাঠক হৃদয় হরণ করে নিয়েছে। চরিত্র চিত্রনে তার কৃতিত্বের পরিচয়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মেলে। তিনি কয়েকটি চরিত্রকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যা অন্যান্য উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র বাস্তব জীবনকে উপন্যাসে তুলে ধরা খুব একটা সহজ বিষয় নয় কিন্তু তিনি তা অপকটে চিত্রায়িত করেছেন। এছাড়াও কিছু কিছু জায়গায় গা শিউরে উঠার মতো রোমহর্ষক ব্যাপার ও উপন্যাসের রয়েছে। সব মিলিয়ে উপন্যাসটি থ্রিলার উপন্যাসের প্রত্যেকটি জায়গাকে পূর্ণ করেছে। অন্তবর্তী তদন্তের পরে উপন্যাসে তিনি প্রেমের আখ্যানের ভেতর অপরাধের রক্ত মিশে তিলের ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(২)

অন্তর্বর্তী তদন্তের উপন্যাসের রহস্য ও রোমাঞ্চ এই দিকটি ভীষণ প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের সবটা জুড়ে শুধু রহস্য উপন্যাসের সবটা জুড়ে প্রেমের মধ্যে এক কল্পিত রহস্য লৌকায়িত হয়ে গেছে আছে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই রুদ্র গোস্বামী লিখেছেন নিরাজনার চিঠির অংশে –

"প্রেম নিজেই একটা ম্যাজিক সে যাকে পছন্দ করে তাকে ম্যাজিশিয়ান বানিয়ে নেয়।"[১]

কথাগুলো চিরন্তন সত্য তিনি প্রেমকে শিরায় উপশিরায় ধারণ করেছেন বলেই এই কথাগুলো অবলীলার উপন্যাসে তুলে ধরতে পেরেছেন।যেখানে প্রেম আজকালকার যুগে এক নিছক উৎসাহের বিষয়। কিন্তু কবি চোখে প্রেম যেন রহস্য ও রোমাঞ্চ হয়ে ধরা দিচ্ছে বার বার। এই প্রেমের মধ্যে সাথী হিসেবে এক 'ওক' গাছের কথা বলেছেন লেখক। একদিকে নিরাজনার প্রেমের বর্ণনা নানা ঘটনার সমাহার অন্যদিকে সুমেলি চরিত্রের মধ্য দিয়েও প্রেমের নানা রহস্য আবরণ উন্মোচন হয়েছে উপন্যাসে। মহুন ও সুমেলির প্রেম যেন প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া, আট বছরের প্রেম দুজনের একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসা যেন অটুট। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে চায় দুজনে। আর অপরদিকে নিরাজনা ও প্রিয়ন্তর একে অপরকে চোখে দেখেনি তবুও তাদের ভালোবাসা চোখে লাগার মতো। এই উপন্যাসে প্রেম যেন রোমাঞ্চে জন্ম দিচ্ছে। কল্পনায় স্থান দিয়েছে নিরাজনাকে। যাকে নিরাজনা নামে নয় আরশি নামেই চেনে প্রিয়ন্তন। নিরাজনার সঙ্গে প্রিয়ন্তরে দেখা হয়নি কোনদিন কিন্তু সুনীল এর যখন তাকে জিজ্ঞেস করল প্রিয়ন্তনকে খুজেছে নাকি তখন উত্তর এলো -

"এতদিনে মোরেটরে ভূত হয়ে গিয়েছে হয়তো! বলেই শিউরে উঠল, এটা তো সে বলতে চাইনি। কারেকশান, করে নিল। যেখানেই থাকিস ভালো থাকিস, খুব ভালো থাকিস তুই।"[২]

এই অপূর্ণ ভালোবাসা যা প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সেই ভালোবাসা তদন্তে নেমেছিল সাহিত্যিক তিনি নতুন কোন রহস্য খুঁজে বের করতে রহস্য রোমাঞ্চের পথে একরাশ আশা নিয়ে নেমেছিলেন। এবং তা খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রেমের সাথী হিসেবে উপন্যাসের ডায়েরির সন্ধান রয়েছে। প্রিয়ন্তন প্রত্যেকটি প্রেমিকার উদ্দেশ্যে এই ডায়রী লিখেন। যা বালিশের নিচে রেখে সে ঘুমায় এভাবে প্রেমের বিশেষ দিকগুলো উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। পরবর্তীতে আমরা উপন্যাসের মধ্যে আরও দুটি চরিত্রের মধ্যে প্রেম ও রোমাঞ্চ ভাবনা দেখতে পায় তারা হলেন অনুশ্রুতি ও সৌপায়ন। নিরাজনার প্রেম যতটা হৃদয়কে সামিল করতে পারে তার চেয়ে বেশি সামিল করে বুদ্ধিকে। লেখক তাই বলছেন –

"নিরাজনা স্যপিও সেক্রুয়াল কেমিক্যাল রিকেশন মনে করেন।"[৩]

অপরদিকে প্রিয়ন্তন প্রেমকে বাস্তবতা থেকেও বেশি আবেগপূর্ণ মনে করেন তাই সে হতে চাই ম্যাজিশিয়ান এইরকম ভাবে উপন্যাসে প্রেম ও রোমাঞ্চের বিষয়। রৌদ্র গোস্বামী নানা উপমায় পরিপূর্ণ করেছেন প্রেম ও রোমাঞ্চকে কেন্দ্র করে তিনি উপন্যাসে একটি গান ও লিখেছেন -

"আমি একলা নই আর/ তোকে পেয়েছি আমার
এবার সাজাবো শহর/ আমাদের যৌথ হাতে
থাকিস সাথে তুই আমার ভরসা।"[৪]

(৩)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রৌদ্র গোস্বামীর লেখায় রহস্য বিষয়টাতে একটা অসাধারণ প্রতিবাদ ছাপ দেখা যায়। তিনি প্রেম ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে এক রহস্যের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে। প্রেম ভালবাসার মধ্যে দিয়ে এক রহস্যের সন্ধ্যার মাঝে মাঝে উপন্যাসে পাওয়া যায়। ড্রোনে হোম ডেলিভারি জমানায় নীরাজনা কেন চিঠি লিখছে। বারো বছর পর প্রিয়ন্তনের হঠাৎ দেখা কেনই মেলে উপন্যাসে। প্রিয়ন্তন আরশির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ডায়রিতে লিখতে থাকে ভাবনা। তাকে কেন সহজ ছাড়তে হয়। তার রহস্য উন্মোচন করা। সুমেলিই কেন চাই এই দুজনকে মিলিয়ে দিতে এতে কি কোন নতুন রহস্য রয়েছে নাকি একে অপরের প্রতি দৃঢ়তাই যথেষ্ট। এই সকল বিষয় উঠে আসে উপন্যাসের মধ্যে। সাইকো সিরিয়াল কিলিং এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নিরজনা। এই ক্রাইম এর মধ্যে বাকে বাকে থ্রিল এর চিত্র ফুটে ওঠে। মহুল ও সৃজাদির প্রেম উপন্যাসে একটি নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। যেখানে মহুল সৃজাদিকে ভালবাসে তার সম্পূর্ণটা দিয়ে কিন্তু কোথাও একটা রহস্য এদের আটকে দেয়, সেই রহস্যটুকুই যেন মহুল বুঝতে পারে না তার কাছে অদ্ভুত লাগে যে সমস্তটা স্ত্রীজাতির কাছে বলে সব সময় কিন্তু একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে একদিন যেখানে রহস্য উন্মোচন হয় –

> "নিজের হাতের মাংস নিজে কামড়ে ছিড়ে নিয়েছে সৃজাদি।"[৫]

এইরকম রোমহর্ষক ব্যাপারগুলো উপন্যাসে একটার পর একটা ঘটে চলেছে। যার জন্য উপন্যাসে বাঁক বদল হচ্ছে থ্রিলার ভাবনার ফুটে উঠেছে। এছাড়াও আরো রহস্যময় খুন রয়েছে উপন্যাসে যেমন – মেহুলের বাবার মৃত্যু। তার মৃত্যু হয় এক্সিডেন্টে কিন্তু এই দুর্ঘটনাকে সত্যি হয়েছিল। এই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। যদি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হতো মেহুলের বাবার তবে তাতে ক্ষত রক্ত কাটা ছেঁড়া থাকতো কিন্তু মৃত্যুর বডিতে এমন কোন কিছুই নেই তাই প্রশ্ন -

> "মনে হত কেউবা কারা রীতিমত দুখ করে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে মেহুলের বাবাকে, তা না হলে যেরকম ভয়ংকর এক্সিডেন্টের কথা বলেছিলেন পুলিশ এইরকম এক্সিডেন্ট হলে অনেক কাটা ছেঁড়া থাকার কথা কিন্তু কপালে একটা কাটা দাগ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"[৬]

পরবর্তী অংশে মিন্টাকে যখন থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন মৃত্যুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। এই মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন কিভাবে করা যেতে পারে। দেবু ও সৌপায়ন উভয়ের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় পরিকল্পিত মৃত্যুর রহস্য, মৃত্যুর সমস্ত শরীর সন্দেহজনক ভাবে কাটা ছেঁড়া করা হয়েছে। এছাড়াও সিসিটিভি ফুটেজের নানা চিত্র এই খুনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এই চিত্রগুলো উপন্যাসকে ঘিরে রয়েছে বলা আছে –

> "চোখে কোণে কাল শিটের দাগ, ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, কাপড়ের একাংশ সরিয়ে দগদগে ঘা দেখিয়েছিল ডাক্তার মজুমদার বলেছিল চাবুক জাতিয় কিছু একটা দিয়ে বার বার স্ট্রোক করা হয়েছে, সঙ্গে এল এস ডি সিমটম ব্রেন প্রপারলি রেসপন্স করছে না।"[৭,]

(৪)

বিভিন্ন ভাবে লেখক এই জিনিসগুলো ফুটিয়ে তুলেছে উপন্যাসে এবং উপন্যাসে। শেষাংশে এই রহস্যের পূর্ণাঙ্গ সন্ধান মিলে, এখানে উপন্যাসীকে কৃতিত্ব তিনি নিজের দক্ষতা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। নামকরণ এর দিকটি দেখতে গেলে রৌদ্র গোস্বামীর আমি নিরন্ত্রণ বাক্য কৌশল তথা অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীল তা ছাপ লক্ষ্য করা যায় তিনি রহস্য রোমাঞ্চ যখনখুনি সন্ধান সমস্ত টুকুকেই যেন এক নামে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে একে অপরের প্রতি চাওয়া পাওয়া আকাঙ্ক্ষা এবং তার সাথে রহস্য নামকরণের মধ্য দিয়ে সন্ধান মেলে। নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক উত্তেজনর সৃষ্টি করেছেন যেখানে অন্তর্বর্তী তদন্তের পরে শুনতেই পাঠক হৃদয়ের ভা মনোভাব পরিলক্ষিত হয় যেখানে থ্রিলার বা রহস্যময় ভাবনা ফুটে ওঠে।

একদিকে দুরন্ত প্রেম ও তার মধ্যে ছাপিয়ে পড়ে নানা রকম অপ্রীতিকর ঘটনা অন্যদিকে নরকীয় খুনের কিনারা সবমিলিয়ে নামকরণ যেন সত্যি সার্থক হয়েছে। এই নরকীয় খুনের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে সৌপায়ন নানা প্রতি বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে উত্তোরিত হয়েছে অরণ্য সৃজাদি দুইটি চিত্রকে কেন্দ্র করে যে রহস্য নীরাজনা সুমেলি দেবতোষ প্রত্যেকের ওঠাবসা অ্যাসাইলাম তাদের জীবনের সংকট সমস্ত দিকগুলো যেন উপন্যাসের গভীর রহস্যের সন্ধান দিচ্ছে, যেমন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে – অ্যাসাইমে অরণ্যের নাম পরিবর্তন করে ডলি রাখা হচ্ছে তাকে যেন চিনতে না পারা যায় তার জন্য চুল কাটা বাহ্যিক পরিবর্তন করা হয়েছে তবে প্রশ্ন থেকে যায় অ্যাসাইলামে একই মানুষ আদৌ সুরক্ষিত। এই প্রশ্ন পাঠক সমাজে ছুড়ে মারল উপন্যাসিক। মীনাক্ষী যিনি অ্যাসাইলামের একজন বিজ্ঞ স্টাফ তিনি ভয় পাচ্ছে নীরাজনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রশ্ন করল নিরাজনা –

> "আচ্ছা ওর পিঠে বা কোমরে কোন স্ট্যাপিবেয়ের দাগ আছে? মানে চাবুক জাতীয় কোন কিছু দাগ? বিষময়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল মীনাক্ষীর হ্যা আছে।"[৪]

এইসব তদন্তের ভিড়ে রৌদ্র গোস্বামী নামকরণ করেছেন অন্তর্বর্তী তদন্তের পরে সবদিক থেকে নামটি রূপান্তর যেন সার্থকতার বার্তা বহন করে। অন্তবর্তী অর্থাৎ মাঝখানে বা কাছাকাছি ঘটে যাওয়া তদন্তের অনুসন্ধানে উপন্যাসটির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই নামটি সার্থক রুদ্র গোস্বামী উপন্যাসের নামকরণে যে বিষয়বস্তু বোঝাতে পারে পাঠক সমাজ।

(৫)

উপন্যাসে সবকিছু মধ্যে সবচেয়ে আলাদা বিষয়টি নজর করার মতো তা হল একটি উপকাহিনী যা উপন্যাসে অভিনবত্ব নিয়ে আসে। অপো কাহিনীতে প্রেমপাত্র গাছের উদ্দেশ্যে পাঠালে সেই প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রিয়ন্তন ও নীরাজনা সদূর জার্মানির ব্রাইট গ্রম নামে একটি ওক গাছের ঠিকানায় চিঠি পাঠায়। এই চিঠির মধ্যে যুবক ও যুবতী জীবনের চাওয়া পাওয়া ইচ্ছা পাওয়া বা না পাওয়ার চিত্র বর্ণিত হয়। বনের এক রোমান্টিক ডাক বক্সকে কেন্দ্র করে প্রেমিক-প্রেমিকার চিঠি আদান-প্রদান শুরু হয়। ঘটনাটি প্রথম শুরু হয়েছিল ১৮৯০ সালে। মিন্না নামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে উইলহেম হ্যাম নামের এক তরুণী চকলেট বিক্রেতার প্রেমে পড়ে। এবং সেই মেয়েকে উইলহেমের সরাসরি দেখা বন্ধ করে দিলেও তাদের ভালোবাসার কথাগুলো একটা কাগজে লিখে এই ওক গাছের কেটিরে রেখে যেত। আশ্চর্য ভাবে ঠিক তার বছর পর মিন্নার বাবা দুজনের বিয়ে অনুমতি দেন। এইভাবে ব্রাইট গ্রম নামে ওক গাছের কুটির বিখ্যাত হতে শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই গাছের উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র আছে। প্রেমিক প্রেমিকা স্থির বিশ্বাস রাখে যে হয়তো তাদের প্রেম ও একদিন পূর্ণতা পাবে। এই ভেবে এই উপকারিনীর চিত্র উপন্যাসে আঁকা হয়েছে। যা ভালবাসার প্রতীক রূপে সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করে –

> "ডোডাও বণের এই ও গাছের কুটিরটি পৃথিবীর সবথেকে রোমান্টিক ডাক বক্স। ব্রাইটগ্রুম নামে পরিচিত ৩০০ বছর বয়সী এই ও গাছ প্রায় ২০০ টি বিয়ের সাক্ষী।"[৯]

উপন্যাসে ওক গাছের বর্ণনা যেন এক বিশাল আকার ধারণ করেছে। যা শুধু প্রেম নয় নানা রকম রহস্যেরও উদ্ভাবনা দেখাচ্ছে। যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা থেকে শুরু করে।

(৬)

থ্রিলার উপন্যাসের মূল শক্তি হল এর টানটান উত্তেজনা, অপ্রত্যাশিত মোড় এবং রহস্য উন্মোচনের যাত্রা। পাঠক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক অজানা শঙ্কা ও কৌতূহলে আবদ্ধ থাকে, যেন প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক অন্ধকার দরজা খুলে যাচ্ছে। তবে শেষ অধ্যায়ে সব রহস্যের গিঁট খুলে যায়— অপরাধী উন্মোচিত হয়, লুকানো সত্য সামনে আসে এবং পাঠক এক গভীর স্বস্তি বা বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়।

এই সমাপ্তি কেবল রহস্যের জট ছাড়ায় না, বরং মানুষের ভেতরের ভয়, লোভ, সাহস কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের চিরন্তন লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাই থ্রিলার উপন্যাসের উপসংহার সবসময়ই পাঠককে ভাবতে শেখায়— কতটা অজানা অন্ধকার লুকিয়ে আছে আমাদের চারপাশে, আর সেই অন্ধকার জয় করার শক্তি কি আমাদের ভেতরেও আছে? সব মিলিয়ে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের এক নতুন ভাবনা নিয়ে আসে। থ্রিলার ভাবনা ও প্রেম ভালোবাসা এই উপন্যাসে পথের আলোয়। আলোকিত করে রেখেছে রুদ্র ঘোষ স্বামীর এই উপন্যাসটি পাঠক হৃদয়কে ভাবনা এবং বর্তমান যুগের অনেক বিষয় উপন্যাসে বর্ণিত হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব উপন্যাসে অনেকটা প্রতিফলিত হয় লেখক দেখাতে চেয়েছেন

প্রত্যেকটা সম্পর্কের গহীনে থাকে অসংখ্য বাগ বদল। আর এই বাঘ বদলের মধ্যে আছে সাসপেন্স (উত্তেজনা) এই উত্তেজনায় থ্রিল। থ্রিলার উপন্যাস হল এমন উপন্যাস যেখানে রহস্য, ভয়, বিপদ, ষড়যন্ত্র ও টানটান উত্তেজনার আবহে কাহিনি গড়ে ওঠে। এর বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত ঘটনাপ্রবাহ, রহস্যময়তা, অপ্রত্যাশিত বাঁক, অপরাধ বা বিপদজনক ঘটনার উপস্থিতি এবং চমকপ্রদ সমাপ্তি। পাঠক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাহিনি অনুসরণ করে, আর এটাই থ্রিলার উপন্যাসের মূল সাফল্য।

Reference:

১. রুদ্র, গোস্বামী, অন্তর্বর্তী তদন্তের পরে, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথমপ্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ০৭
২. তদেব, পৃ. ১৬
৩. তদেব, পৃ. ২২
৪. তদেব, পৃ. ১৯২
৫. তদেব, পৃ. ১৮
৬. তদেব, পৃ. ৬৭
৭. তদেব, পৃ. ৭০
৮. তদেব, পৃ. ২০৮
৯. তদেব, পৃ. ২২

Bibliography:

রুদ্র, গোস্বামী, অন্তর্বর্তী তদন্তের পরে, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০২৩

কেয়া দাস, অতিথি অধ্যাপক, বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, বাংলা বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা